173

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 30 JAN 1994
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা

ভাতির বিনিময়ে গমের ব্যবস্থা হওয়ায় দেশের বহু অঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়-গুলিতে দরিদ্র ছাত্র-ছাত্রীদের ভিড় দেখা দিয়াছে। পাবনার সাঁথিয়া হইতে প্রাপ্ত এক সংবাদে জানা গিয়াছে, থানার নাগডেমড়া ইউনিয়নের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি করার জন্য নিঃস্ব-বিত্ত ও গরীব অভিভাবকরা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের তোষামোদ করিতেছেন। গত নভেম্বর মাসে এই গম প্রকল্প চালু হওয়ার পর সীমিত পরি-সরের বিদ্যালয়গুলিতে নাকি স্থান সঙ্কুলান হইতেছে না। অন্যদিকে গত ডিসেম্বরের গম নাকি এখনো দেওয়া হয় নাই।

যে উদ্দেশ্যে ভর্তির বিনিময়ে গম বা খাদ্য প্রকল্প প্রবর্তিত হইয়াছে তাহা যে সফল হইতে পারে সাঁথিয়ার সংবাদে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বাংলাদেশে দরিদ্র পরিবারের সংখ্যা বেশী এবং তাহাদের সন্তান বিদ্যালয়ে পাঠানো হয় না, বরং একটু বড় হইলে তাহাদের ঘরে অথবা ঘরের বাহিরে অর্থোপার্জনের কাজে লাগানো হয়। সরকার বিদ্যালয়ে গমের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা দরিদ্র পরিবারগুলির জন্য অর্থোপার্জনেরই নামান্তর। সুত-রাং দরিদ্র অভিভাবকেরা শিশু সন্তানদের ঘরে না রাখিয়া বরং বিদ্যালয়ে রাখিয়া আসিবেন ইহাই স্বাভাবিক। সারাদেশে এ প্রকল্পে নিয়মিত গম বা খাদ্য সরবরাহ করা সম্ভব হইলে ইহা একটি সফল প্রকল্প হিসাবেই গণ্য হইত। বিদ্যালয়ে পাঠানো শিশুরা আর যাই হউক সেখানে কেবল বসিয়া থাকিবে না, কম হউক বেশী হউক লেখাপড়াই শিখিবে। কিন্তু এই প্রকল্পের জন্য সরকারী গুদামে কি পরি-মাণ খাদ্য মজুত রহিয়াছে? সারা বছর কি এই খাদ্য যোগান দেওয়া সম্ভব হইবে? বিষয়টি যত সহজ মনে হয় এই দরিদ্র দেশের বাস্তবতায় তাহা অত সহজ নয়। ইতিমধ্যে কেহ কেহ অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন যে, দরিদ্র অভিভাবকদের বেশীর ভাগ গম তোলার দিন সন্তান-দের নিয়া বিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়। অনেকটা রেশন তোলার মত। অন্যদিকে গম প্রদানের ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও নাকি কিছু অনিয়ম ধরা পড়িয়াছে।

দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে এখনো নৈরাজ্য বিরাজ করিতেছে তাহা উল্লেখ না করিলেও চলে। অন্যদিকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ যে সমস্ত বিদ্যালয়ের উপর বর্তাইয়াছে তাহা প্রাথমিক বিদ্যালয়। কিন্তু এই বিদ্যালয়-গুলি নানা সমস্যায় ভারাক্রান্ত। কোনটির গৃহ নাই, কোনটির চেয়ার-বেঞ্চ নাই। কোনটির আবার শিক্ষক স্বল্পতা। পক্ষান্তরে বহু বিদ্যালয়ে একশ্রেণীর শিক্ষক শিক্ষা প্রদানে যথেষ্ট মনোযোগী নয়। বলা বাহুল্য, বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষকরা যে বেতন-ভাতা পান তাহা মাধ্যমিক বিদ্যালয় অপেক্ষা ভাল। সে জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কোন কোন এম এ পাস শিক্ষকও এখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চাকরি গ্রহণ করিতেছেন। প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্ব এই শিক্ষকদের প্রাথমিক শিক্ষা দানে ব্যবহার করা। এখানে উল্লেখ-যোগ্য, গম প্রদান করিয়া দরিদ্র পরিবারের শিশুদের হয়তো বিদ্যালয়ে ভর্তিতে আকর্ষণ করা সম্ভব হইবে, কিন্তু নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য ইহাই যথেষ্ট নয়। বিদ্যালয়ে শিশুদের ধরিয়া রাখা এবং নিয়মিত শিক্ষা দান করা সম্ভব না হইলে গমের এই প্রকল্প ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষক-দের দায়িত্ব কিছুমাত্র কম নয়। পক্ষান্তরে বিষয়টি যেহেতু স্থানীয়, প্রয়োজনও দৃষ্টিভঙ্গির। তাই স্থানীয় নেতৃত্ব এবং উদ্বুদ্ধকরণ ব্যতীত এই প্রকল্পের সাফল্য সম্ভব নয়। আমরা মনে করি, ইউনিয়ন পর্যায়ে জনপ্রতিনিধি, স্কুল-কলেজের শিক্ষক, বিদ্যালয় পরিদর্শক ও স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে কমিটি হওয়া প্রয়োজন। তাহারা মাসে অন্ততঃ একবার মিলিত হইয়া প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতি পর্যালোচনা ও সমস্যা নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ করিলে সুফল পাওয়া যাইতে পারে। এমনকি সরকারের মুখাপেক্ষী না হইয়াও তাহারা স্থানীয়ভাবে অনেক সমস্যা সমাধান করিতে পারি-বেন। সরকার নিজেদের হাতে সবকিছু ধরিয়া রাখিলে দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও শিক্ষার হার বৃদ্ধি কখনোই সহজ হইবে বলিয়া মনে হয় না।